দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 MAY 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

005

পরীক্ষা সংস্কার

সরকারের বিবেচনার জন্যে পরীক্ষা সংস্কার কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। গত বছর অক্টোবর মাসে অধ্যাপক শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে ২৫ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির যেসব সমস্যা ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার কারণ কমিটি সেসব বিষয়ে দৃষ্টি দিয়েছে বলে অধ্যাপক হক জানিয়েছেন। ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে পঞ্চাশ শতাংশ নম্বর রচনামূলক প্রশ্নের জন্যে এবং পঞ্চাশ শতাংশ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জন্যে বরাদ্দ করার সুপারিশ জানানো হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের জন্যে এই অনুপাত ৪০ এবং ৬০ ধার্য হবে। অর্থাৎ বিশদ বিবরণের জন্যে ৪০ এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরের জন্যে ৬০ শতাংশ নম্বর। শিক্ষা সচিব জানিয়েছেন সরকার শীগগীরই এই রিপোর্ট বিবেচনা করবেন।

পরীক্ষা পদ্ধতির যে সংস্কার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তা আমাদের দেশের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল দেখলেই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। পরীক্ষার ফলাফল প্রায় কখনই সন্তোষজনক নয়। অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা রীতিমত উদ্বেগজনক। কোথাও যে একটা গলদ আছে এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। গলদটা কোথায় সেটা নিয়েই সমস্যা।

প্রশ্নপত্র এবং নম্বর বন্টনের বিষয়টি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমাদের ধারণা যে আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থা আর পরীক্ষা ব্যবস্থা খুব সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যদিও এখানে শিক্ষার্থীরা সাধারণত পরীক্ষা পাস করার জন্যেই লেখাপড়া করে। কি ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসতে পারে সে বিবেচনা নিয়েই তাদের পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠে। তবু দেখা যায় অনেক পরীক্ষার্থী প্রশ্নের অর্থই বুঝতে পারে না। কোন প্রশ্নের কি উত্তর হওয়া উচিত তা তাদের বলে দিতে হয় অনেক সময়। এমন কেন হয় ?

অনেকের ধারণা প্রশ্নপত্র অযথা ঘুরিয়ে কঠিন করা হয়। অনেকের ধারণা শিক্ষার মানের বিভিন্নতাও এ জন্যে দায়ী। এ ব্যাপারে শিক্ষক, পরীক্ষক বা প্রশ্নকর্তা সবারই বোধহয় কিছু দায়িত্ব আছে। শিক্ষার্থীদের কি বিষয়ে জ্ঞান থাকা উচিত তা যেমন শিক্ষকরা দেখবেন তেমনি শিক্ষার্থীরা যা জানেন তা যাতে তারা সহজভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পান সে পরিস্থিতিও সৃষ্টি করতে হবে। পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার হলে পরীক্ষা বিষয়ক বিশৃংখলা দূর হবে বলেই আমরা আশা করব।